তারকোভস্কির ছবি প্রায় কবিতার স্তরে পৌঁছে যায়

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

আন্দ্রেই তারকোভস্কির মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পর জনৈক ফ্রেঞ্চ ডিস্ট্রিবিউটর তারকোভস্কি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে বলছিলেন, তারাকোভস্কি ছবি করেন অল্প কিছু মানুষের জন্য। ফলে তারকোভস্কি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। জনপ্রিয়তার নিরিখে যে - ছবি দাঁড়াতে পারে না সেই ছবি সম্পর্কে ওঁর মতে, প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে। আমার প্রশ্ন ছিল যে বছর তারকোভস্কি-র সাত্রিফাইস থাকতে জাফ-এর মিশন কীভাবে বেস্ট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডপায়---আমার এই প্রশ্নের উত্তরে সেই ভদ্রলোক কথাটা বলেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে মিশন আমার এত খারাপ লেগেছিল যে চল্লিশ মিনিটের বেশি আমি হলে বসে থাকতেপারিনি। অথচ মিশন নাকি অসম্ভব জনপ্রিয় ছবি। আমার বিশ্বাস, চলচ্চিত্রপ্রিয় মানুষের মনে রোনাল্ড জাফ খুব বেশীদিন থাকবেন না। কিন্তু যাঁরা চলচ্চিত্রে নিছক আমোদ খোঁজেন না, মনে করেন চলচ্চিত্রের নিজস্ব কিছু বক্তব্য রয়েছে---তাঁদের কাছে তারকোভস্কি থাকবেন ঠিক ততদিন যতদিন চলচ্চিত্র থাকবে।

তারকোভস্কির ছবি আমি প্রথম দেখি ১৯৭৯-তে । সেবার আমি আমার প্রথম ছবি দূরত্ব নিয়ে দিল্লীতে চলচ্চিত্র উৎসবে গেছি। তো সেখানে শুনলাম তারকোভস্কির স্টকার দেখানো হবে সকাল আটটায় ---একটাই শো। দিল্লীর জানুয়ারীর কনকনে ঠাণ্ডা উপেক্ষা করেই দেখতে ছুটলাম। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম দেখে। মনে হল, এতদিন ধরে সিনেমায় যা দেখতে চেয়েছি তাই দেখতে পেলাম। সিনেমা বলতে আমি যা বুঝি তার প্রায় - সবটাই পেলাম এই ছবিতে । এই অভিজ্ঞতার পর থেকেই তারকোভস্কির ছবিরপ্রতি আমার অনুরাগ উত্তরোত্তর বেড়েছে। তাঁর সব ছবি আমি একাধিকবার দেখেছি।

তারাকোভস্কি সম্পর্কে বার্গম্যান বলেছিলেন--- আমরা সবাই দরজাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি। তারকোভস্কিই একমাত্র পেরেছে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে। আসলে তারকোভস্কি যেটা করতে পেরেছেন তা হল আমাদের চারপাশের বাস্তবকে তুলে ধরে নিজের স্বপ্নকে তার মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া। আমার মনে হয় না এক বুনুয়েল এবং তারকোভস্কি ছাড়া আর কেউই এতটা দক্ষতার সঙ্গে এটা করতে পেরেছেন। বুনুয়েলের ছবিতে যেমন কবিতা রয়েছে, তেমনিই রয়েছে কবিতা তারকোভস্কির ছবিতেও। অথচ দুজনের কেউই কিন্তু কবিতা লিখতেন না। তারকোভস্কির বাবা কবি ছিলেন এবং তাঁর কবিতাও তিনি ব্যবহার করেছেন ছবিতে। একজন ফিল্মমেকারকে কবি হতে হবে তার কোন মানে নেই। কিন্তু কবিতা যে দর্শনের জন্ম দেয়, যেভাবে চেনা দৈনন্দিনকে করে তোলে রহস্যময়, তার টান অসামান্য। তারকোভস্কি সেই টান অনুভব করেছিলেন বলে তাঁর ছবি কবিতার এতো কাছাকছি।

তারকোভস্কি প্রথম ছবি থেকেই বিতর্কের কেন্দ্রে। তাঁর ইবানস চাইল্ডহুড রিলিজ হওয়ার পর ইউরোপীয়ন কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে প্রচণ্ড সমালোচনা শু হয়। তখন একমাত্র জঁ পল সার্ত্র তাঁর পাশে দাঁড়ান। তারকোভস্কির চিঠির প্রত্যুত্তরে সার্ত্র তারকোভস্কির সমর্থনে কাগজের সম্পাদককে খোলা চিঠি পাঠান। সার্ত্র-র এই চিঠি তখন ইউরোপীয়ান কম্যুনিস্টদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। আমার মনে হয় সার্ত্র এর আগে কখনও সিনেমা নিয়ে কিছু লেখেন নি।এই হল একজন যথার্থই বড়ো

মাপের হিউম্যানিস্ট মানুষের পরিচয়। সেই চিঠিতে সার্ত্র জানাচ্ছেন সিনেমা কী বলবে, কী তার দর্শন, রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে তার প্রভেদ কোথায়।

১৯৮২ সালে আমি গৃহযুদ্ধ নিয়ে ভেনিসে যাই। সেখানে তারকোভস্কি জুরি বোর্ডের সদস্য ছিলেন। মানিকদাও জুরি ছিলেন। তো আমি মানিকদাকে বললাম যে আমি তারকোভস্কির সঙ্গে আলাপ করতে চাই। মানিকদা বারণ করলেন যেহেতু আমার ছবি প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভূ ক্ত এবং তারকোভস্কি অন্যতম জুরি। কিন্তু আমার মাথায় কেবলই ঘুরছে কীভ াবে তারকোভস্কির সঙ্গে একটু কথা বলা যায়। একদিন সকালে হোটেলের লবিতে সাহস করে ধরলাম। ভাষার প্রতিবন্ধকত া থাকার জন্য কথাবার্তা বিশেষ হল না। শুধু ফেস্টিভ্যালের কোন্ কোন্ ছবি ভাল লাগছে---এইরকম একটা প্রশ্নের উত্তরে জানালেন কোন ছবিই তাঁর ভাল লাগছে না। সত্যিই তো উনি যে ঘরানার ফিল্মমেকার, ওঁর যা বীক্ষণ তাতে উৎসবের স াধারণ ছবি ভাললাগার কথাই নয়। সিনেমা বলতে উনিযা বুঝেছেন তাতেই বিশ্বাস রেখেছেন এবং কখনোই সেই বিশ্বাস থেকে সরে আসেন নি।

মাত্র ৫৫ বছর বেঁচেছিলেন কিন্তু তার মধ্যেই পৃথিবীর চলচ্চিত্র ইতিহাসে একটা স্বতন্ত্র স্থান করে নিয়েছেন তারকোভস্কি। তঁ ার ছবির একটা সমস্যা হচ্ছে প্রথম দর্শনে দর্শক বেশ একটা ধাক্কা খায়। কিন্তু প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠে কোন দর্শক যদি আস্তে আস্তে খোসা ছাড়িয়ে ছবির ভেতর ঢুকতে পারেন তখন কিন্তু তারকোভস্কি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেন। বুনুয়েলের ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। তাঁর ছবি দর্শক দেখে প্রথমেই ভালবেসে ফেলে। কিন্তু তারকোভস্কির ছবিতে যে আবহাওয়া থাকে সেটা ভেদ করা দর্শকের প্রথম খুবই অসুবিধা হয়। তারকোভস্কির বিদ্ধে যখন এইরকম সমালোচনা হচ্ছিল তখন কিন্তু তিনি দেশে তাঁর সহযোগী ফিল্মমেকারদের কাছ থেকে কোন সমর্থন পান নি। এমনকি পরে যখন ইউরোপে চলে গেলেন, সেখ ানেও যে খুব সমর্থন পেয়েছেন তা নয়।

তাঁর ডায়েরি পড়তে পড়তে মনে হয় মানুষটার মধ্যে এক অদ্ভুত বৈপরীত্য আছে। যে মানুষ তাঁর ছবিতে এইরকম দর্শনের কথা বলে, সেই মানুষটাই অভিমানে অসন্তোষে ভেঙে পড়েন ডায়রির পাতায় পাতায়। তখন মনে হয় এই মানুষটি আম াদের পরিচিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত একজন যাঁর সঙ্গে মেলানো যায় না তাঁর ছবির জগতকে। আমার মনে হয় এই দুই জগতের টানাপোড়েন, ঘাতপ্রতিঘাত তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল অকাল মৃত্যুর দিকে লাগার দৃশ্যে উনি যেভাবে পৃথিবীবিখ্যাত ক্যামেরাম্যান ননকভিস্টকে গালাগালি করেছিলেন তাতে মনে হয় ইনি একজন রক্তমাংসের মানুষ আমাদেরই মতন। আব ার তাঁর ছবিতে ঢুকলে মনে হয় না কোন সাধরণ মানুষ এভাবে ভাবতে পারেন।

তারকোভস্কির সব ছবিতেই মাইনরিটির সমস্যা আছে। এখানে ধর্মীয় অর্থে মাইনরিটি নয় । একজন ক্রিয়েটিভ মানুষ তার সমাজের সব সময়ই মাইনরিটি । পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম ভূরি ভূরি উদাহরণ রয়েছে। ইভানস চাইল্ডহুড-এ ইভান, অ ান্দ্রেই বলভ -এ সেই আইকন পেন্টার, স্যাক্রিফাইস -এর ডাক্তার এরা সবাই মাইনরিটির পর্যায়ে পড়ে। তারকোভস্কি তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের দিক থেকে মাইনরিটি, চলচ্চিত্রবোধের বিচারে মাইনরিটি, আর এই মাইনরিটি হওয়ার ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা তাঁকে তাড়া করে প্রতিফলিত হয় তাঁর ছবিতে। এই যন্ত্রণাকে শুধু নিঃসঙ্গতার সমস্যা নয়। এইটাই মাইনরিটি সমস্যা এবং তারকোভস্কি তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

আমরা জানি, সিনেমা শিখতে গেলে যাঁদের ছবি দেখা উচিত তাঁদের মধ্যে অনেকেই রাশিয়ান। অথচ সেই রাশিয়ায়বড় হয়ে উঠলেও যাঁর স্বর একেবারেই আলাদা, যাঁর ভাষা একেবারেই অনন্য তিনি হলেন তারকোভস্কি। সেই সব রাশিয়ান ম াস্টারদের কোন ছাপ, কোন ছায়া তাঁর ছবিতে পড়েনি। সেসব হেলায় উপেক্ষা করে নিজের দর্শনে স্থিত হয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব সিনেমার ভাষা তৈরি করেছিলেন যিনি, তিনি হলেন আন্দ্রেই তারকোভস্কি।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com